লেক কিভু থেকে লেক টাঙ্গানিকার বীচে

শোভন শামস

এন্টেবি থেকে দুইটার সময় সাব-৩৪০ বিমানে করে কঙ্গোর কাভুমু বিমানবন্দর উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। ফ্লাইট টাইম এক ঘণ্টা বিশ মিনিট। আকাশ মেঘে ঢাকা থাকায় বিমান মেঘের উপর দিয়ে চলছিল, নীচে তাই সাদা মেঘের সাগর ছাড়া আর কিছুই দেখা যায়নি। মেঘের উপর ঝকঝকে সোনালি আলোতে ডানা মেলে উড়ছিল আমাদের বাহন।কাভুমু বিমানবন্দর সাউথ কিভু প্রদেশে এবং বুকাভু এই বিমানবন্দরের কাছের বড় শহর। ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো সেন্ট্রাল আফ্রিকার গ্রেট লেক রিজিওনের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র। এটা আফ্রিকা মহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ এবং সারা পৃথিবীতে আয়তনে ১১ তম। প্রায় ৭৫ মিলিয়ন জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই দেশ আফ্রিকার মধ্যে চতুর্থ জনবহুল দেশ।

কঙ্গোর সাথে সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক,উগান্ডা, রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি,জাম্বিয়া, এঙ্গোলা, কঙ্গো ব্রাজাভিলের সীমান্ত আছে। লেক টাংগানিকা কঙ্গোকে তাঞ্জানিয়ার থেকে আলাদা করে রেখেছে। পশ্চিমে ৪০ কিলোমিটার করিডোর দিয়ে কঙ্গো আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে সংযুক্ত। নানা ঘাত প্রতিঘাত, যুদ্ধ বিগ্রহ করে কঙ্গো বেলজিয়াম থেকে স্বাধীনতা লাভ করলেও দেশটাতে এখন ও গৃহ যুদ্ধ চলছে। এই দেশের মাটির নিচের সম্পদের লোভে হানাহানি আর রক্তপাত লেগেই আছে। এই বিশাল দেশটাতে কবে শান্তি আসবে তা কেউ জানে না। এক অনিশ্চিত জীবন নিয়েই এদেশের মানুষ তাদের দিন কাটাচ্ছে। এই ক্রান্তিকালেই আমার এদেশে আশা হল।

স্থানীয় সময় দুইটা ত্রিশ মিনিটে আমাদের বিমান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর সাউথ কিভু প্রদেশের কাভুমু বিমানবন্দরে ল্যান্ড করল। আরেকটা নতুন দেশের মাটিতে আল্লাহতায়ালা আসার সুযোগ দিলেন। আমিন। আকাশ একটু মেঘলা থাকলেও বেশ আলো ছিল চারিদিকে। বিমানবন্দর একটা পাহাড়ের উপর এবং আসেপাশে সব পাহাড়ি এলাকা। ইমিগ্রেশানে একজন অফিসার বসে আছে, পাসপোর্ট নিয়ে এন্ট্রি সিল দিয়ে দিলেন।সব ফরমালিটিজ শেষ করে কাভুমু থেকে বুকাভুর দিকে রওয়ানা হলাম।

কাভুমু বিমানবন্দর বুকাভু থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে, প্রায় এক ঘণ্টার পাহাড়ি পথ, এই পথ বুকাভু থেকে লেক কিভুর পাড় ঘেঁসে অনেকদুর গিয়ে পাহাড়ের ভেতরে চলে গেছে। পাহাড়ের উপর এই বিমানবন্দর। এর পাশেই কঙ্গোর সামরিক বাহিনীর বিশাল ঘাঁটি। অনেক উঁচুতে বলে এখানকার আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা, চারিদিকে পাহাড় হলেও মাঝে বেশ ফাঁকা থাকার কারনে খোলামেলা পরিবেশ ও বাতাস চলাচল স্বাভাবিক।

কাভুমু থেকে বুকাভুর পথে

যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ হিসেবে রাস্তাগুলো বেশ ভাল। পাহাড়ি পথে আমরা বিমানবন্দর থেকে কাভুমু শহরের দিকে চলছি। ছোট জনপদ, শহরের মাঝে একটা মোড় আছে, সেখানে কিছু দোকানপাট, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ এসব দোকানে পাওয়া যায়। মোটর সাইকেল, সাইকেল ও মাইক্রবাসে সাধারন মানুষ চলাচল করে। ঘরবাড়ী বেশিরভাগ ইটের দালান টিনের চালা। মানুষজন আছে, মোটামুটি প্রাণচঞ্চল জনপদ।পাহাড়ের উঁচুনিচু পথে চলেছি, পাহাড়ি রোলিং কান্ট্রি সাইড বলা চলে এই এলাকাকে।

পথের ছোট জনপদ, বনপথ

পাহাড়ের মাঝ দিয়ে এঁকে বেঁকে রাস্তা চলে গেছে। এখানে মাঝে মাঝে ঘন বন আছে। রাস্তা দিয়ে লোক চলাচল আছে, পাহাড় থেকে নীচে এবং দূরে মাঝে মাঝে জনপদ দেখা যায়।অনেক কলার বাগান আছে পাহাড়ের ঢালে।ছোট ছোট জনপদে পাকা ঘরবাড়ী ও আছে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র এখানে পাওয়া যায়। সাউথ কিভু প্রদেশের সিকিউরিটি সিচুয়েসান তুলনা মুলক ভাবে ভাল। মানুষের যান মালের কিছুটা নিরাপত্তা এখানে আছে। আলোকিত দিন, চমৎকার আবহাওয়া, আমরা গল্প করতে করতে চলছি। রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে সাইকেল আরোহী দেখা যায়। এই পাহাড়ি পথে তারা বেশ কষ্ট করে সাইকেল দিয়ে যাত্রী ও মালপত্র পারাপার করে।

চলার পথের জনপদ

পাহাড়গুলো বেশ উঁচু এবং পাথুরে, চলার পথে অনেক পাহাড় থেকে পাথর সংগ্রহ করে ট্রাকে তোলা হচ্ছে দেখতে পেলাম। আমাদের যাত্রা পথ এক ঘণ্টা, বেশ কিছুক্ষণ চলার পর আমরা পাহাড়ের নীচে লেক কিভুর অস্তিত্ব টের পেলাম। লেকের পাশ দিয়েই চলছে এই পাহাড়ি রাস্তা। লেক কিভুর শান্ত নীল পানি দেখে বেশ ভাল লাগল। আমরা এই লেক দেখব বলেই এত দূর থেকে এদেশে এসেছি। লেকের একপাশে রুয়ান্ডার জনপদ। দূর থেকে তা দেখা যায়। পথে একটা বেশ বড় চার্চ দেখলাম। অনেক এলাকা নিয়ে এর সীমানা। পাহাড়ের নীচে কৃত্রিম লেক তার পাশে বাঁশবন, লেকের পানিতে পাহাড়ের উপর থেকে আশা সূর্যের আলো আর বাতাসে বাঁশপাতার মিলিয়ে বেশ সুন্দর আবহ এখানে। আশেপাশের পরিবেশ থেকে এই এলাকার আলাদা পরিবেশ নজরে পড়ে।

পাহাড়ি রাস্তা থেকে নীচে বামে লেক কিভু, দূরে বুকাভু শহর

লেকের পাশ দিয়ে চলতে চলতে আমরা বুকাভু শহরের কাছাকাছি চলে এসেছি। দূর থেকে পাহাড়ের উপর গড়ে উঠা এই শহর দেখা যাচ্ছে। বিকেলের সূর্যের আলো এখন শহরের উপর পড়ছে। বুকাভু শহরটা ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর সাউথ কিভু প্রদেশের রাজধানী, সাউথ কিভু প্রদেশের আয়তন বাংলাদেশের দ্বিগুণ। পাশের প্রদেশ নর্থ কিভুর রাজধানী গোমা, লেক কিভু বুকাভু থেকে গোমা পর্যন্ত বিস্তৃত। ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো একটা বিশাল দেশ, দেশটা আয়তনে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ষোল গুণ বড়। ফরাসী এদেশের সরকারী ভাষা এর পাশাপাশি লোকজন স্থানীয় ভাষার ভাবের আদান প্রদান করে। সোহেলি ভাষা এবং রুয়ান্ডার ভাষা এরা বুঝে।

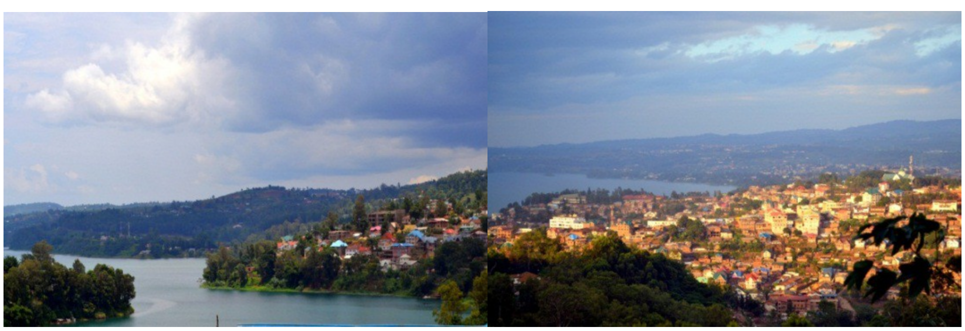

দূরে রুয়ান্ডার জনপদ

বুকাভু শহরের ভেতর জল পথে লেকে চলাচলের জন্য বন্দর আছে। এই বন্দর থেকে মালপত্র ও যাত্রী নিয়ে লঞ্চ ও ছোট জাহাজ গমা ও রুয়ান্ডার কিছু গন্তব্যে চলাচল করে। পুরো লেকটাই পাহাড়ের উপত্যকায়। এই লেকের গভীরতা কোন কোন জায়গাতে চারশত পঞ্চাশ মিটার। বেশ খাড়া পার বলে এখানে কোন প্রাকৃতিক বীচ বা বিনোদনের জায়গা নেই।

ব্যস্ত শহরের রাস্তা

শহরের দিকে যতই এগিয়ে যাচ্ছি ততই বাড়ছে ভিড় ও ট্রাফিক জ্যাম। রাস্তা একটু খারাপ শহরের মধ্যে। মোটর সাইকেল কোন নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে চলে, তাই বেশ সাবধানে গাড়ি চালাতে হয়। আমাদের জেলা কিংবা মফস্বল শহরের মত এই বুকাভু শহর। সাধারনের চলাচলের জন্য মোটরসাইকেল, সাইকেল আর মাইক্রবাস আছে। ভিড় এবং যাত্রী তোলার ধরন আমাদের দেশের লোকাল বাসের মতই। মানুষ গাদাগাদি করেই চলছে। অনেক নতুন মডেলের গাড়িও আছে এখানে। এই দেশে দুটো শ্রেণীর মানুষ আছে, উচ্চবিত্ত আর নিম্নবিত্ত। মধ্যবিত্ত প্রায় নেই বললেই চলে।

ব্যস্ত শহরের রাস্তা

শহরের শেষ প্রান্তে আমাদের থাকার জায়গা, পুরো শহরটা তাই দেখতে দেখতে চলেছি। কিভু লেকের কোন না কোন অংশ শহরের প্রায় সব জায়গা থেকেই দেখা যায়। পাহাড়ি চড়াই উতরাই ভেঙ্গে উঁচু নিচু পথ নানা দিকে চলে গেছে। শহরের একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হল স্বাধীনতা চত্তর। এখানে একটা বিশাল বৃত্তাকার আইল্যান্ড আছে। সেখানে স্বাধীনতার স্মারক ভাস্কর্য মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আর কঙ্গোর পতাকা বাতাসে পতপত করে উড়ছে। এই জায়গাতেই সব ধরনের মিটিং মিছিল আর গণ্ডগোল শুরু হয় তারপর তা অন্যান্য জায়গাতে ছড়িয়ে যায়। চত্বরটা বেশী বড় হওয়াতে রাস্তা সরু হয়ে গেছে বলে এখানে ট্রাফিক জ্যাম লেগেই আছে, একটা বাস স্ট্যান্ড ও এখানের ভিড় আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

স্বাধীনতা চত্তর- বুকাভু কঙ্গো

শহরে আসতে আসতে প্রায় চারটা বেজে গেল, এই সময় সব অফিস আদালত ছুটি হয় বলে বেশ ভিড় থাকে শহরে। আমরা শহরটা একটু ঘুরে দেখতে দেখতে চললাম। অফিস পাড়ার দিকটা এখন প্রায় খালি হয়ে এসেছে। এখানে রাস্তাগুলো একটু চওড়া এবং তুলনামুলকভাবে ভাল। প্রাদেশিক দপ্তর, আইন মন্ত্রণালয় এবং কিছু প্রাশাসনিক ভবন দেখে আমরা গন্তব্যের পথে যাত্রা করলাম। এখানে উন্নয়নের কাজ চলছে, একটা চত্তরে ভাস্কর্য স্থাপনের কাজ হচ্ছে। এখানকার বাড়ি ঘরগুলোর শেষ তালার ছাদ টিনের চালা কিংবা টালি দিয়ে বানানো এবং উজ্জ্বল রঙ করা।

প্রাদেশিক দপ্তর- সাউথ কিভু ,বুকাভু

শহরে কিছু অংশ দেখে লেক কিভুর পেনিনসুলা এলাকায় এলাম। এখানেই আমাদের থাকার জায়গা। এখানে পাহাড়ের উঁচু থেকে লেকের দৃশ্য দেখা যায়, পড়ন্ত বিকেলের আলো শহর ছাড়িয়ে লেক ও তার আশ পাশ আলোকিত করছে। দূরের রুয়ান্ডার জনপদ ও এই আলোর ছটায় আলোকিত। এখানে সন্ধ্যার পর সাধারণত বাহিরে চলাচল কমে যায়। প্রায় বিদ্যুৎ থাকে না, যাদের সাধ্য আছে তারা জেনারেটর চালায়। মাঝে মাঝে পানির ও সমস্যা হয়। নীচে লেকে এত পানি তবুও বিদ্যুতের অভাবে পানি পেতে সমস্যা হয় এখানে।রাতে বিশ্ব কাপের খেলা দেখে ঘুমিয়ে গেলাম।

রুসিজি, কঙ্গো - রুয়ান্ডা বর্ডার

পরদিন সকাল বেলা নাস্তা সেরে কঙ্গো রুয়ান্ডা বর্ডারে চলে এলাম। জায়গাটার নাম রুসিজি-১ দুই দেশের সীমান্ত চেক পোস্ট এখানে। ইমিগ্রেসান শেষ করে রুসিজি নদীর উপরের ব্রিজ পার হয়ে রুয়ান্ডা চেক পোস্টে গেলাম। রুয়ান্ডার দিকে রাস্তা বেশ ভাল। এই দিকে পাহাড় একটু বেশী। ছোট রুসিজি নদী দুই দেশকে আলাদা করে রেখেছে।

ইমিগ্রেশান অফিস রুসিজি, কঙ্গো – কঙ্গো রুয়ান্ডা বর্ডার

রুসিজি একটা ছোট পাহাড়ি নদী, নদী না বলে এটাকে একটা খাল কিংবা নালা ও বলা যেতে পারে। এই নদী লেক কিভুর পানি নিয়ে লেক টাঙ্গানিকার দিকে বয়ে চলছে। লেক কিভু সাগর সমতল থেকে প্রায় পনের'শ মিটার উঁচুতে আর লেক টাঙ্গানিকা সাগর সমতল থেকে প্রায় সাতশত পঞ্চাশ মিটার উপরে। গোমা এলাকার আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে এত উঁচুতে এই মিষ্টি পানির লেকগুলো সৃষ্টি হয়েছে। এই অঞ্চলে এখনও জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আছে।

রুসিজি সীমান্ত- রুয়ান্ডার ভেতরে

বুকাভু থেকে রুয়ান্ডা কঙ্গো সীমান্ত রুসিজি-১ ও রুসিজি-২ চেক পয়েন্টে পনের বিশ মিনিটে যাওয়া যায়। তাই বুকাভুর বেশির ভাগ মানুষ রুয়ান্ডার কামিম্বি বিমানবন্দর দিয়ে দেশের বাহিরে যাতায়াত করে। ব্যবসায়ীক দৃষ্টিকোণ থেকে রুয়ান্ডা সীমান্তের কাছে এই বিমানবন্দর বানিয়েছে। এখান থেকে রুয়ান্ডা এয়ার যাত্রীদেরকে কিগালি নিয়ে যায়, সেখান থেকে সারা পৃথিবীর যে কোন গন্তব্যে যাওয়া যায়।

রুসিজি বর্ডার- রুয়ান্ডার ভেতরের পাহাড়ি রাস্তা

রুয়ান্ডার এই অংশের কাছেই কামিম্বি শহর। এটা একটা ছোট সীমান্ত জনপদ। বিমান বন্দর থাকার কারনে এখানে অনেক বিদেশীর আনাগোনা আছে। কঙ্গোর ভেতরে বুকাভু শহর ও তার আশেপাশে অনেক বিদেশী এন জি ও কাজ করে। তারা নিজদেশে যাতায়াতের জন্য কামিম্বি বিমানবন্দর ব্যবহার করে। বুরুন্ডির রাজধানী বুজুম্বুরার উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য আমরা একটা ট্যাক্সি ঠিক করলাম। ট্যাক্সি ড্রাইভারের বাড়ি কামিম্বি শহরে। আমরা ট্যাক্সিতে করে বুজুম্বুরা যাব একরাত সেখানে থেকে পরদিন আবার রুসিজি -১ চেকপোস্টে ফিরে আসব। যাওয়ার পথে একটু ঘুরে রুয়ান্ডার কামিম্বি শহরটা দেখে যাব।

কামিম্বি শহরতলী- রুয়ান্ডা

ইমিগ্রেসান ফর্মালিটিজ শেষ করে ট্যাক্সিতে করে রওয়ানা হলাম। পাহাড়ি পথে আমরা চলছি। পাহাড়ের গা বেয়ে আঁকাবাঁকা পথ পাহাড়ের চূড়ার দিকে উঠে গেছে। পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙ্গিয়ে এই রাস্তা বুরুন্ডির দিকে চলে গেছে । দশ মিনিট চলার পর আমরা কামিম্বি শহরে পৌছালাম। যে কোন সাধারণ মফস্বল শহরের মত শহর। ব্যাংক, দোকানপাট সবই আছে এখানে। বিদেশী জিনিসপত্র পাওয়া যায় এখানে। রুয়ান্ডা এখন ফ্রেঞ্চ ভাষা বাদ দিয়ে ইংরেজির দিকে জোর দিয়েছে। আমাদের ড্রাইভার কিন্তু ইংরেজি বোঝে না। অল্প অল্প ফ্রেঞ্চ ভাষা জানা থাকাতে তার সাথে মাঝে মাঝে কিছু কথা বলা যায়।

রুয়ান্ডার এই অঞ্চলে বেশ কয়েকটা মসজিদ দেখলাম, আমাদের ড্রাইভার ও মুসলিম, সে এখানকার অনেক মানুষকে চেনে। কামিম্বি শহরে দেখার কিছু নেই। শহরে প্রাণকেন্দ্রে রাস্তার মোড়ের আইল্যান্ডে একটা বড় ঘড়ি সময় জানিয়ে দিচ্ছে। এখানে ট্রাক , বাস ট্যাক্সি সবই পাওয়া যায়। বিমান বন্দরের কারনে প্রত্যন্ত অঞ্চলের এই শহরটাতে বেশ প্রান চাঞ্চল্য দেখা যায়। এখানে কিছুক্ষণ থেকে আবার আমরা বুজুম্বুরার পথে রওয়ানা হলাম। রুসিজি ১ থেকে বুজম্বুরা প্রায় ১২৫ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৪০ কিলোমিটার রুয়ান্ডাতে আর বাকী পথ বুরুন্ডির ভেতরে। রুয়ান্ডার ভেতর রাস্তা পাহাড়ি হলেও বেশ সুন্দর এবং উন্নত।

রুয়ান্ডা থেকে বুরুন্ডির পথে যেতে

রাস্তা থেকে নীচে পাহাড়ের উপত্যকাতে মাঝে মাঝে ঘরবাড়ী দেখা যায়। পাহারের মাঝের পথ দিয়ে রুসিজি নদী এঁকেবেঁকে লেক টাঙ্গানিকার দিকে চলছে। এদিকে গ্রাম অঞ্চল, মানুষজন মাঠে কাজ করছে কেউবা ঘরে ফিরছে। হাঁটা কিংবা সাইকেলেই তাদের যাতায়াত। আনায়াসে পাহাড়ি পথে তারা তাদের গন্তব্যে চলছে। মাঝে মাঝে কয়েকজন হাত দিয়ে ট্যাক্সিতে লিফট নিতে চাইছে এরা ট্যাক্সি কিংবা মাইক্রোতে করে আশেপাশের জনপদে যাবে। বুরুন্ডি সীমান্তের কিছু আগে ড্রাইভার একটা ছোট শহরের মানি এক্সচেঞ্জে গাড়ি থামাল। আমরা নেমে একটু হাঁটাহাঁটি করলাম। মানুষজন বেশ বন্ধুভাবাপন্ন, ভালই লাগল। এক ঘণ্টা চলার পর আমরা রুয়ান্ডা বুরুন্ডির সীমান্ত জনপদ রুয়া বর্ডারে পৌঁছে গেলাম।

রুয়া, রুয়ান্ডা - বুরুন্ডি বর্ডার

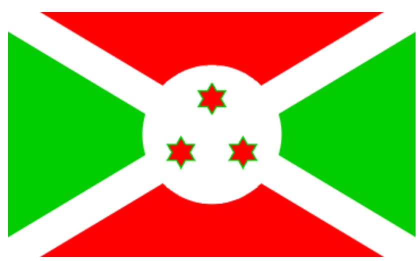

রুয়ান্ডা সরকার নিজ খরচে সুন্দর বর্ডার চেকপয়েন্ট বানিয়েছে। এখানে রুয়ান্ডা আর বুরুন্ডির পতাকা বাতাসে খেলা করছে। দুদেশের কাস্টম ও ইমিগ্রেসান অফিসারদের জন্য পাশাপাশি ডেস্ক, কাঁচের পার্টি শান দিয়ে আলাদা। ব্যাঙ্কের জন্য ও জায়গা করা আছে। ফর্ম ফিলাপ করার জন্য চেয়ার টেবিল আছে। হাত মুখ ভিজিয়ে নেয়ার জন্য পরিস্কার টয়লেট আছে দুইদিকেই। একটু দূরে কাস্টম ও ইমিগ্রেসান অফিসারদের জন্য বাংলো বানানো হয়েছে। এই কমপ্লেক্সে সব ধরনের সুবিধা আছে। এলাকাটা চারিদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দুই দিকে সীমান্তের প্রহরাতে পুলিস আছে।

ইমিগ্রেশান অফিস রুয়া - রুয়ান্ডা বুরুন্ডি বর্ডার

আমাদের পাসপোর্ট চেক করে দেখল রুয়ান্ডার পুলিস। তারপর পারকিং লটে গাড়ি পার্ক কাস্টম ও ইমিগ্রেসান অফিসের ভেতরে গেলাম। মানুষজন তেমন নেই। দু একটা গাড়ি আছে, সেগুলোর মানুষজন ফর্ম ফিলাপ করে কাউন্তারে জমা দিচ্ছে। আমাদের পাসপোর্টে রুয়ান্ডার এক্সিট সিল দিয়ে পাশের বুরুন্ডির অফিসারকে এগিয়ে দিল। অফিসার পাসপোর্ট দেখে আবার বুরুন্ডির এন্ট্রি সিল দিয়ে দিল। কাজ শেষে আবার আমরা পথে নামলাম। এখান থেকে বুরুন্ডি ৮০ কিলোমিটার।বুরুন্ডির রাস্তা উপত্যকার মধ্যে, দূরে অনেক উঁচু পাহাড়ের সারি যেন মেঘের সাথে মিশে আছে।দুপাশে ফাঁকা তৃণভূমি, মাঝে মাঝে ঝোপ গাছ। কিছু কিছু চাষ হয় এই মাঠে।

বুজুম্বুরার পথে – বুরুন্ডি

পথের এক জায়গাতে তুলার ক্ষেত, অনেক এলাকা নিয়ে সাদা হয়ে আছে সারা মাথ।মানুষজন মাঠে কাজ করছে, সাইকেল এখানকার অন্যতম বাহন, মাঝে মাঝে মোটর সাইকেল ও গাড়ি দেখা যায়। রাস্তার অবস্থা বেশী ভাল না তবে চলাচল করা যায়।পথের পাশে হঠাৎ এক জায়গাতে অনেক এলাকা জুড়ে বিশাল ক্যাকটাসের বন। রুয়ান্ডার পথে এধরনের দৃশ্য দেখা যায়নি। রাস্তা মাঝে মাঝে চড়াই উৎরাই পেরিয়ে চলছে। নীচে রুসিজি নদী মাঝে মাঝে এঁকে বেঁকে চলছে দেখলাম। কিছু জায়গাতে বেশ স্রোত ও আছে এই ছোট নদীতে।

পথের পাশের দৃশ্য – বুজুম্বুরার পথে ,বুরুন্ডি

এরপর রাস্তার দুপাশে অনেক অর্ধসমাপ্ত ঘরবাড়ী দেখলাম। বানানো প্রায় শেষ কিন্তু জানালা দরজা লাগানো হয়নি, কেউ সেখানে থাকে না। এর থেকে একটু দূরে ছোট গ্রামের কুঁড়ে ঘর দেখা যায়, হয়ত ভবিষ্যতে গ্রামের মানুষ এসব ঘরে থাকবে। রাস্তার পাশে ছোট ছোট জনপদ আছে। খুব সাধারণ মানের ঘরবাড়ী, মানুষ জন সরল জীবন যাপনেই অভ্যস্ত। মসজিদ দেখলাম কয়েকটা, সীমান্তের এই দিকে মুসলিম জনবসতি আছে বেশ কিছু।

বুজুম্বুরার রাস্তায়

বুজুম্বুরার কাছে রাস্তার মান একটু ভাল, প্রায় ঘন্টা খানেক আমরা খারাপ রাস্তায় চলেছি । শহরের বাহিরে বুজুম্বুরা বিমানবন্দর। এই বিমানবন্দর দিয়ে ও বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মী এবং এন জি ও কর্মীরা আশেপাশের দেশে যাতায়াত করে। আমরা শহরের ভেতরে ঢুকে গেলাম। রাস্তা বেশ খোলামেলা, ট্রাফিক জ্যাম তেমন নেই শহরের এই অংশে। শহরের ভেতরের রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে আমরা ডাউন টাউনে চলে এলাম। এর পাশেই মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। আমাদের ড্রাইভার ও রুয়ান্ডিজ মুসলিম। শহরে মোটামুটি ট্রাফিক জ্যাম আছে। দুপুর হয়ে গেছে, আমরা একটা হোটেলে এলাম। মোটামুটি থাকা যায়। হোটেলে ব্যাগ রেখে আবার পথে বের হলাম।

ডাউন টাউন বুজুম্বুরা

বুজুম্বুরা শহরে অনেক মানি এক্সচেইঞ্জ আছে, হোটেল থেকে বের হয়ে বেশ জ্যামে পড়লাম। তারপর বড় একটা বাজার এলাকাতে এলাম। এখানে প্রচুর ফল ও তাজা সবজি পাওয়া যায়। গাড়ি পার্ক করে আমরা টাকা বদলে নিলাম। ডলারের বিনিময়ে প্রায় ১৬৫০ ফ্রা পাওয়া গেল। মোটামুটি জমজমাট শহর। মানুষজন তাদের নিত্য দিনের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। আমরাও দেরী না করে টাঙ্গানিকা লেকের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম।

বুজুম্বুরা শহরের রাস্তায়

বুজুম্বুরা শহরের বেশ বড় একটা অংশ সমতলের পাশাপাশি পাহাড়ের ঢালে গড়ে উঠেছে। পাহাড়ের উপর থেকে টাঙ্গানিকা লেক দেখতে অপূর্ব লাগে। সকালের সূর্যের আলো পাহাড়ের গায়ে শহরের উপর পড়ে তখন লেক দেখে মনে হয় তা কুয়াশার চাদরে ঢাকা। বিকেল বেলা লেকের উপর সূর্যের আলো পড়ে তখন লেকের ঢেউ তার উপর আলোর খেলা দেখতে অপূর্ব লাগে। একদিকে দুরের কঙ্গোর নীলচে পাহাড়, লেক আর অন্যপাশে সোনালি বালুর বীচ, সব মিলিয়ে লেক টাঙ্গানিকা পর্যটকদের আকর্ষণ করবেই।

লেক টাঙ্গানিকার পাড়ে

রাস্তার পাশেই বীচ, সেসব বিচে সবাই যায়, তবে কিছু কিছু বীচ বেশ সাজান এবং রিসোর্টের মত বানানো। আমরা প্রথমে সাধারণ বীচে গেলাম, সেখানে অনেক মানুষের জটলা, একটা বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে বীচে, গান বাজছে, ফেরিওয়ালা ফেরী করে আইসক্রিম বিক্রি করছে, প্রাণচঞ্চল বীচ। সেখানে কিছুক্ষণ থেকে বুজুম্বুরার বিখ্যাত বীচ বোরা বোরার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। ভেতরে ঢুকতে হলে কার্ড নিয়ে যেতে হয়, গেইটে দারোয়ান আছে, আমরা গাড়ি নিয়ে ভেতরে গেলাম।

বোরা বোরা বীচ রিসোর্ট

সুন্দর করে সাজানো এই রিসোর্ট এলাকা। রিসিপ সনের পাশেই বার একটু এগিয়ে গেলে রেস্টুরেন্ট ও সুইমিং পুল। অনেক বেড লাগান আছে পুলের পাড়ে। বাহির থেকে বীচে যাওয়ার একটা গেইটও আছে, কাঠের পাতাতন বিছিয়ে রাস্তা বানানো। এখানেও বার আছে বসার ব্যবস্থা আছে। ভেতরে বীচে গিয়ে মনটা ভাল হয়ে গেল। পরিস্কার ঠাণ্ডা বাতাস, লেকের বড় বড় ঢেউ, হলুদ বালির বীচ সব মিলিয়ে একটা সুন্দর বিকাল।

লেক টাঙ্গানিকার পাড়ে

দেশী বিদেশী কিছু ভ্রমণকারী লেকে সাঁতার কাটছে, এই লেক বেশ গভীর এবং হঠাৎ খাড়া ঢাল বলে বীচ থেকে বেশিদুরে যাওয়া যায় না। বাচ্চারা বীচ এবং পানির পাশে খেলা করছে। বীচে নৌকা আছে, ইচ্ছে করলে তাতে করে লেকে বেড়ান যায়। সুন্দর প্রকৃতি আর সাজানো আয়োজনের ছবি তুললাম কিছু। বীচের পার ধরে একমনে হাঁটছি, হঠাৎ পানিতে পা ভিজাতে ইচ্ছা করল, সাথে সাথে নেমে গেলাম পানিতে, মিষ্টি পানির এই লেকে সাগরের মত ঢেউ। বালির দানাগুলো বেশ মোটা তাই একটু পরেই ঝরে পড়ে।

বোরা বোরা বীচ- লেক টাঙ্গানিকা

বীচ থেকে একদিকে বুজুম্বুরা শহর আর অন্যদিকে দূরে কঙ্গোর নীল পাহাড়ের সারি দেখা যায়। বিকেল কিছুক্ষণ সুন্দর সময় কাটিয়ে আমরা ফিরে চললাম হোটেলের দিকে। পথে গাড়ি থামিয়ে কলা আর কমলা কিনে নিলাম। ফ্রেস ফল খেতে দারুন। সন্ধ্যায় হোটেল আশেপাশের এলাকায় বেরালাম কিছুক্ষণ। ছুটির দিন তাই বারগুলোতে আফ্রিকান মিউজিক বাজছে, লোকজন বিয়ার নিয়ে আনন্দ করতে বসেছে। শুনেছি রাতে এই শহর তেমন নিরাপদ না , তাই হোটেলে ফিরে এলাম। ফরাসী ভাষাভাষী এই দেশে ভাষায় দক্ষতা না থাকলেও কাজ চালিয়ে নিলাম।

বোরা বোরা বীচ- লেক টাঙ্গানিকা

পরদিন সকালে বুজুম্বুরা শহরে সূর্যোদয় দেখলাম। প্রথমে একটু কুয়াশার মত ছিল খুব ভোরে, তারপর আস্তে আস্তে ঝলমলে রোদে শহরটা হঠাৎ রঙিন হয়ে উঠে। বেশ কিছুক্ষণ দুরের পাহাড়ের ঘরবাড়ির উপর সূর্যের আলোর খেলা মন ভোরে দেখি। বেলা হতে মানুষজনের চলাচল শুরু হয়। আমাদের ও আজ ফিরতে হবে বুকাভুতে। আবার পথে নামি। সেই একই পথে প্রথমে রুয়া বর্ডার তারপর রুসিজি – ১ বর্ডার। আজ জকেন যেন মনে হল বেশ তাড়াতাড়ি বাজে রাস্তাটুকু পার হয়ে এসেছি। রুয়ান্ডা ইমিগ্রেসানের সিল নিয়ে রুসিজি নদীর উপরের ব্রিজ পার হয়ে হেঁটে কঙ্গোর ভেতর চলে এলাম। এখানে এন্ট্রি সিল নিয়ে আমরা আবার বুকাভু শহরে ফিরে এলাম।

বুজুম্বুরা শহরতলী

দুপুরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বুকাভু শহর দেখতে বের হলাম। স্বাধীনতা স্কোয়ার পার হয়ে আমরা পাহাড়ী রাস্তা ধরে উপরে উঠতে লাগলাম। এখান থেকে ডানে লেক কিভুর মনোরম দৃশ্য দেখলাম। বিকেলের সূর্যের আলো এখন পাহাড়ের দিক থেকে লেক আর শহরের উপর পড়ছে। শহরের বাড়িঘরের রঙিন ছাদ গুলোর উপর আলো পড়ে রঙিন পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। আমরা এখানে কিছু ছবি তুললাম। আমাদের দেখে ছোট ছোট বাচ্চারা এগিয়ে এলো তাদের সাথে ছবি তুললাম কয়েকটা। তারা বেশ খুশি। দেশের চলমান যুদ্ধ, সহিংসতা নানা সমস্যা তাদের মনকে এখনো কলুষিত করেনি। এই শিশুদের জীবন আগামীতে যেন আনন্দের হয় আল্লাহর কাছে তাই চাইলাম।

কঙ্গোলিজ শিশু

সন্ধ্যায় আমরা শহরের পেনারোমা হোটেলে এলাম, এটা কিভু লেকের পাড়ে। রাস্তা থেকে তেমন কিছু বোঝা যায়না, মনে হয় চার তালা হোটেল। ভেতরে ঢুকে নীচে আরও পাঁচ তালা, সেখানে লেকের পাড়ে বার ও সুন্দর বসার ব্যবস্থা, বাগান, শেড দেয়া এলাকা সবই আছে। একটু উপরে আছে সুইমিংপুল। পুল ও বার এলাকা থেকে লেকের দিকে তাকিয়ে সময় কেটে যায়। পড়ন্ত বিকেলে এখানে কিছু ছবি তুললাম। এখানে বুফে সিস্টেমে ডিনারের ব্যবস্থা আছে। আমরা পিজা ও কোমল পানীয়র অর্ডার দিলাম। দূরে লেকের কাল পানিতে একলা একটা ডিঙ্গি নৌকাতে বসে এক জেলে মাছ ধরছে। দেখে মনে হয় সময় তার কাছে এসে থেমে গেছে। সন্ধ্যার পর শহরের আলো আস্তে আস্তে মিটিমিটি করে জ্বলতে শুরু করেছে। দূর পাহাড়ের কাছের রুয়ান্ডার জনপদে ও আলো জ্বলছে। আমাদেরও উঠার সময় হয়ে এলো। বুকাভুর কিভু লেকের পাড়ের একটা সুন্দর সন্ধ্যা কাটানোর স্মৃতি নিয়ে ফিরে এলাম আমাদের বাসায়।

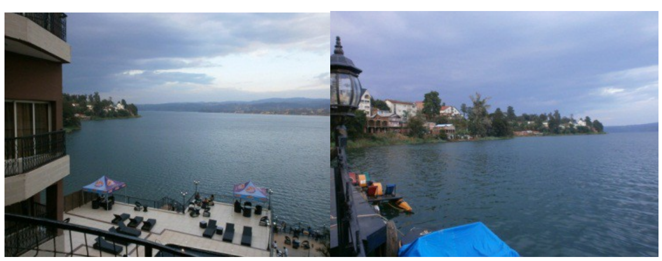

লেক কিভুর দৃশ্য

পরদিন সকাল বেলা আমরা বুকাভু থেকে কাভুমুর দিকে রওয়ানা হলাম। আবার সেই পথ। এবার লেক কিভু ডানে রেখে আমরা পাহাড়ি পথ বেয়ে চলছি। সকাল্ল বেলা লেক কিভুতে জেলেরা নৌকা দিয়ে মাছ শিকার করছে। তিনটা নৌকা একসাথে বেঁধে জাল লাগিয়ে আস্তে আস্তে দাঁড় বেয়ে তারা এগিয়ে যায়। মাছ জালে আটকা পড়লে তারা তা তুলে নেয়। লেকের পানিতে প্রচুর মিথেন গ্যাস আছে তাই গভীর পানির মাছ এখানে বাঁচে না।

লেকের উপরের পানিতেই ছোট মাছ ঘুরে বেড়ায়। এই অগভীর জলে তেলাপিয়া আর ক্যাটফিস বা মাগুর মাছ হয়।

গোধূলি বেলায় লেক কিভুর দৃশ্য

লেকে এখন বেশ কিছু লঞ্চ চলতে দেখলাম। এগুলো বুকাভু থেকে গোমা আর রুয়ান্ডার মধ্যে যাত্রী ও মাল পরিবহন করে। আমরা লেক্র দৃশ্য দেখে পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেলাম। এক ঘণ্টার পথ পেরিয়ে আমরা কাভুমু এসু পৌছালাম। এই জনপদ পাহাড়ি এবং অনেক উঁচুতে, তাই বেশ শীত লাগছিল সকাল বেলায়। আমাদের বিমান সময় মত উড়াল দিল, আমরা বুকাভু ছেড়ে এন্টেবির পথে আকাশপথে রওয়ানা হলাম।